তারিখ ... AUG. 31 2006
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

৪৫ বছর পেরিয়ে বাকৃবি

সাইফুল আজম সিদ্দিকী

এক বর্ণাঢ্য ইতিহাস ও গর্বিত ঐতিহ্যের প্রতীক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। কৃষিশিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণের অনন্য বিদ্যাপীঠটি এক পা দু'পা করে ৪৫ বছর অতিক্রম করেছে। অর্জিত হয়েছে হাজারো সাফল্য, পাস করে দেশ-বিদেশে সফল পদচারণা করছে বহু গ্রাজুয়েট। তবে বর্তমান সময়ে প্রশ্ন উঠেছে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি নির্মাণ করা হয়েছিল তার কতটুকু সফল হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠায় রয়েছে অনেক ইতিহাস। জাতীয় শিক্ষা কমিশন, খাদ্য ও কৃষি কমিশন এবং অপরাপর বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের পর ১৯৬১ সালের ১৮ আগস্ট ঘোষিত হল 'পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ'। ১৯৬১ সালের ২ সেপ্টেম্বর ড. এম ওসমান গণি (বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের পিতা) প্রথম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৬১-১৯৬২ শিক্ষাবর্ষে শুরু হল প্রথম ছাত্র ভর্তি। আর এভাবেই শুভ সূচনা করল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

ঐতিহ্যবাহী ও শিক্ষা নগরী নামে খ্যাত ময়মনসিংহ শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে প্রায় ৪৯৫ হেক্টর (১২শ' একর) জায়গাজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে এ স্থানটিতে ছিল 'ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব ভেটেরিনারি সায়েন্স এন্ড এনিমেল হাজব্যানড্রি'। এ কলেজকে কেন্দ্র করেই বিশ্ববিদ্যালয়টি গঠিত হয়। তৎকালীন কলেজ ভবনটি বর্তমানে করিম ভবন নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের ধারণা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু কৃষি বা ধান, পাট, আম-কলা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। ধারণাটি পুরোপুরি ভুল।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডিগ্রি

এইচএসসি পাসের পর ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে; তবে প্রার্থীকে অবশ্যই বিজ্ঞান বিভাগের হতে হবে। স্নাতক পর্যায়ে ৪ বছরের ৮ সেমিস্টারে কোর্স সমাপ্ত করার পর ৬ অনুষদে ৭ ধরনের ডিগ্রি দেওয়া হয়। ডিগ্রিগুলো হচ্ছে— ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (আসন সংখ্যা ১০০), বিএসসি ইন এগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং (৫৫), বিএসসি ইন ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং (২০), বিএসসি ইন এনিমেল হাজব্যানড্রি (৮০), বিএসসি ইন ফিশারিজ (অনার্স) (৭০), বিএসসি ইন এগ্রি ইকোনমিক্স (৬০) এবং বিএসসি ইন এগ্রিকালচার (অনার্স) (২৫০)।

বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির গোড়া থেকেই মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। বর্তমানে ৩৪টি বিভাগে দেড় বছর মেয়াদি এমএস কোর্স চালু রয়েছে। এ কার্যক্রম ১টি থিসিস সেমিস্টারসহ মোট ৩ সেমিস্টারে বিভক্ত। কোর্স ক্রেডিট পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত। ১৯৬৮-৬৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে পিএইচডি পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। বর্তমানে ৩৪টি বিভাগে পিএইচডি গবেষণা কার্যক্রম চলছে। এ ডিগ্রি অর্জনে ন্যূনতম তিন বছর সময়কাল পার হতে হয়।

বিশেষ বৃত্তি ও পদক

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মেধা ও কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে কয়েকটি ট্রাস্ট ফান্ড থেকে স্বর্ণপদক বৃত্তি প্রদান করা হয়। এগুলোর মধ্যে অধ্যাপক করিম স্মৃতি ট্রাস্ট, অধ্যাপক শামসুল ইসলাম স্মৃতি ট্রাস্ট ও বেগম সিতারজান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া দুই বছর হল প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক বিতরণ চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ

প্রথম উপাচার্য ড. এম ওসমান গণি (১৯৬১-৬৩), ড. এসডি চৌধুরী (১৯৬৩-৬৯), ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ (১৯৬৯-৭১), ড. কাজী মোহাম্মদ ফজলুর করিম (১৯৭১), ড. এম আমীরুল ইসলাম (১৯৭১-৭২), মছলেহ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী (১৯৭৩-৮০), ড. আবুল কালাম মুহাম্মদ আমীনুল হক (১৯৮০-৮৮), ড. জহিরুল হক ভূঁইয়া (১৯৮৮), ড. মুহাম্মদ আসাদুর রহমান (১৯৮৮-৯২), ড. মুহাম্মদ আশরাফ আলী খান (১৯৯২-৯৩), ড: এম আবদুল হক (১৯৯৩), ড. শাহ মোহাম্মদ ফারুক (১৯৯৩-৯৬), ড. মুহাম্মদ হোসেন (১৯৯৬-২০০০), ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম (২০০০-০১), মু. মুস্তাফিজুর রহমান (২০০১-০৩), ড. আমিরুল ইসলাম (২০০৩-অদ্যাবধি)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধা

অফিস ও শ্রেণীকক্ষের করিম ভবন এবং ছাত্রদের বাসস্থানের জন্য দুটি হল— এ নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করেছিল। ৪৫ বছরে ভৌত কাঠামোয় সুবিধাদির ব্যাপ্তি ঘটেছে অনেক। বর্তমানে দুটি প্রশাসন ভবন, একটি টিএসসি কমপ্লেক্স, কৃষি সম্প্রসারণ ভবন, পৃথক পৃথক অনুষদীয় কমপ্লেক্স, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, কম্পিউটার ল্যাবরেটরি, ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরি, কৃষি জাদুঘর, গ্রিন হাউজ, হেলথ কেয়ার সেন্টার, ডায়াবেটিস সেন্টার, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তন, ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ক্লাব, বোটানিক্যাল গার্ডেন, কমিউনিটি সেন্টার, ৯টি গবেষণা খামার, ভিটিআই ডরমেটরি, জিমন্যাশিয়াম, প্রজেক্ট কমপ্লেক্স, পন্ড কমপ্লেক্স, স্টেডিয়াম, বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব, গেস্টহাউজ ও আন্তর্জাতিক গেস্টহাউজ, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ, বিজয় '৭১, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দুটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান— বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ও মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি তথ্য সার্ভিস অফিস, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাইস্কুল ও কলেজ, আবহাওয়া কেন্দ্র, বন বিভাগের নার্সারি, তিনটি ব্যাংক, সাব পোস্টঅফিস, রেল স্টেশন রয়েছে।

আবাসন ব্যবস্থা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে মোট ১১টি হলের মধ্যে ৯টি ছাত্রদের এবং বাকি ২টি ছাত্রীদের। এর মাঝে ঈশাখাঁ (সিট সংখ্যা ৩৮৮), শাহজালাল (৩২৮), শহীদ শামসুল হক হল (৪৫১), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল (৪৫১), ফজলুল হক হল (৪৫১), শহীদ নাজমুল আহসান হল (৩৩৬), সুলতানা রাজিয়া হল (৫৯২), আশরাফুল হক হল (২৮০), শহীদ জামাল হোসেন হল (২১৩), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হল (৬০০) ও তাপসী রাবেয়া হল (৫১২)।

গ্রাজুয়েটদের কর্মক্ষেত্র

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন ডিগ্রিপ্রাপ্ত কৃষিবিদরা আজ ছড়িয়ে আছেন দেশ-বিদেশের কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। পেশাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, পশুসম্পদ অধিদফতর, বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইন্সটিটিউট, মৃত্তিকাসম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, আরডিএ, বার্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট, মৎস্য অধিদফতর, বিএমডিএ, এফআরআই, বিনা ও বিভিন্ন এনজিও সংস্থা। এছাড়াও প্রশাসনসহ অন্যান্য ক্যাডারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রাজুয়েট আজ কর্মরত।

নীরবে পেরিয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও কর্মসূচি নেওয়া হয়নি। রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোও নেয়নি পদক্ষেপ। নতুন শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই জানে না বিশ্ববিদ্যালয় দিবস বা প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী কবে? স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন 'বাঁধন' এর পক্ষে টিএসসি'র বারান্দায় বোর্ডে কিছু পেপার কাটিং, ব্যবস্থাপনার কিছু ছবি এবং উপাচার্যমণ্ডলীর ছবি প্রদর্শনী দেয়া হয়। ছবি সরবরাহে সহযোগিতা করে জনসংযোগ ও প্রকাশনা শাখা। এটা করেই যেন ওই শাখার দায়িত্ব শেষ।